সীমান্তের জমিতে কৃষকদের না যাবার জন্য মাইকিং

মেহেরপুর জেলার সীমান্তে কৃষকদের জমিতে ফসল তোলার ক্ষেত্রে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) বাধা প্রদান করছে। ওপারে নিজ ভূখন্ডে বিএসএফের প্রহরা ও টহল জোরদার করেছে।

ভারত ভুখন্ডে কাঁটাতারের বেড়ার এপারে ১৫০ গজের মধ্যে থাকা ভারতীয় কৃষকদের জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ বন্ধ, ভারতীয় কৃষকদের জমির আইল কাটাতেও নিষেধাজ্ঞা দিয়ে বিএসএফ মাইকিং করছে।

বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীও (বিজিবি) সীমান্তে না যাবার জন্য নিজ দেশের কৃষকদের আহবান জানিয়েছেন মসজিদের সাউন্ড সিস্টেমে। যা উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে কৃষকদের জন্য উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

মেহেরপুর সীমান্তে কাঁটাতারের এপারে ১৫০ গজের মধ্যে ভারতীয় জমিতে বাংলাদেশী কৃষকরা বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করে আসছে বহুবছর ধরে। কাঁটাতারের বেড়া দুই বাংলার মানুষের অবাধ বিচরণ বন্ধ করতে পারলেও ভাঙ্গেনি তাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন।

ভারতীয়রা তাদের অনাবাদি জমি বাংলাদেশি কৃষকদের লিজ দিয়ে চাষাবাদ করতে সহায়তা করে আসছেন। গত মঙ্গলবার ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বোমা হামলার পর ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। যার অংশ হিসেবে সীমান্তের কাটাতারের বেড়ার এপারে ১৫০ গজের মধ্যে ভারতীয় কৃষকদের ছাড়া অন্য কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না। এই পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশের কৃষকদের জমিতে প্রবেশে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। যা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে প্রভাব ফেলছে।

গতকাল সরেজমিনে বেলা ১০টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাঁঝা সীমান্তে গিয়ে দেখা যায় সীমান্ত এলাকায় চাষাবাদের কৃষকদের চোখে মুখে আতংকের ছাপ।

ঝাঁঝাঁ ক্যাম্প এলাকার সামাদ আলী জানান, ওপারে বিএসএস ক্যাম্প থেকে মাইকিং করা হয়েছে সীমান্তের এপারে ভারতের ১৫০ মিটারের জমিতে বাংলাদেশের কোন কৃষককে না যাওয়ার জন্য। ফলে কেউ জমিতে চাষাবাদে

যেতে সাহস পাচ্ছে না। একই গ্রামের দাউদ হোসেন জানান- সীমান্তে নোম্যান্স ল্যান্ডে ভারত অংশের কাাঁটাতারের বেড়ার এপারে ১৫০ মিটারের মধ্যে ভারতের কৃষকদের প্রায় দেড় হাজার বিঘা জমি এপারের কৃষকরা বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করে। প্রতিবিঘা জমিবাবদ বার্ষিক ৮ থেকে ১০ হাজার টাকায় বর্গা নেয়া হতো। বিএসএফের নিষেধাজ্ঞার পর আবাদি জমির ফসল তুলতে অনেক বেগ পেতে হচ্ছে।

দুলাল শেখ নামের এক কৃষক বলেন, বর্গা নেয়া দেড়বিঘা জমিতে ভুট্টার চাষ করেছিলাম। লুকিয়ে লুকিয়ে ভুট্টা সংগ্রহ করেছি। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীর ভয়ে ওইসব জমিতে চাষাবাদের আগ্রহ হারিয়েছি।

ঝাঁঝা ক্যাম্পের কমান্ডার হারুন অর রশিদ বোন তথ্য দিতে অপরাগত প্রকাশ করলেও তিনি জানান গ্রামের মসজিদ থেকে কৃষকদের বর্গা নেয়া জমিতে না যাবার জন্য আহবান করা হচ্ছে প্রতিদিন।

মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী ইচাখালী সীমান্তে ৫৬টি দাগে ৭৪ বিঘা ৫ কাটা জমির মালিক ২৮ জন মালিক বাংলাদেশী নাগরিকদের মধ্যে বেশীর ভাগই বুড়িপোতা ইউনিয়নের গোভিপুর গ্রামের বাসিন্দা। এই জমিগুলোর মালিকানা নিয়ে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হলেও এখনও কোন স্থায়ী সমাধান হয়নি। এসব জমি দেশভাগের সময় ভারতের অংশে চলে যায়। তবে বাংলাদেশী কৃষকরা সেগুলো বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করে আসছেন। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নিষেধাজ্ঞার কারণে কৃষকরা তাদের জমিতে ফসল তুলতে পারছেন না। আবার ভারতের কৃষকরাও ওই জমিতে আসতে পারছে না। কারণ বাংলাদেশের অনেক জমি অতিক্রম করে ওই ৫৬ দাগের জমিতে তাদের আসতে হবে।

মেহেরপুর জেলার তিনদিক ভারত সীমান্ত বেষ্টিত। সীমান্তের মোটদৈর্ঘ প্রায় ৮৯ কিলোমিটার। এই সীমান্তটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে সংযুক্ত।

মেহেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী তিনটি উপজেলা মুজিবনগর, গাংনী ও মেহেরপুর সদর। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নবীননগর, শিকারপুর, তাজপুর, ভাদুপাড়া, নবচন্দ্রপুর, লালবাজার, করিমপুরসহ অনেকগুলো গ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত।

এই সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে দুই দেশের বাসিন্দাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। মেহেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে ৭৪টি সীমান্ত গেট রয়েছে। যেগুলো দিয়ে প্রতিদিন অন্তত সহস্রাধিক ভারতীয় কৃষক কৃষিকাজ করতে কাঁটাতারের

বেড়ার এপারে নিজ জমিতে আসেন। অজানা আতংকে তারাও এপারে তেমন আসছে না। যারা আসছে তারাও বিএসএফের প্রহরায়।
ভারতের নিকটবর্তী বিজিবির ইচাখালী সীমান্তে গিয়ে দেখা যায়-ইচাখালী বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডার হারুন অর রশিদ দুজন সিপাহী নিয়ে সীমান্তের ভারতের নবচন্দ্রপুর বিএসএস ক্যাম্পর নিকটবর্তী বাংলাদেশ অংশে একটি বাগানে অবস্থান করছেন। তিনি নোম্যান্স ল্যান্ডে যেতে বারণ করেন।

তিনি বলেন, ওপারে ভারতের নবচন্দ্রপুর বিএসএফ ক্যাম্প সদস্যরা অস্ত্র তাক করে অবস্থান করছেন। আমরা গ্রামের মসজিদ থেকে প্রতিদিনই মাইকিং করছি সীমান্তের কোন জমিতে না যাবার জন্য। কারণ ভারতীয় কৃষকদের জমি বর্গ নিয়ে চাষাবাদ করা আইনত দণ্ডনীয়।

এই পরিস্থিতিতে, সীমান্তবর্তী কৃষকদের জমিতে প্রবেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা বাড়ানো প্রয়োজন। এবং কৃষকদের মধ্যে সচেতনতাবৃদ্ধির এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মহেশপুর সীমান্তে বিএসএফ’র গুলিতে বাংলাদেশী যুবক নিহত

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তের ওপারে ভারতের অভ্যন্তরে ওবাইদুর রহমান নামে এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে বিএসএফ।

রোববার (২৭ এপ্রিল) সকালে ভারতের চব্বিশ পরগনা জেলার মধুপুর নামক স্থান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে ভারতের পুলিশ। নিহত ওবাইদুর মহেশপুর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের হানেফ মন্ডলের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, গেলো রাতে মহেশপুর উপজেলার গোপালপর গ্রামে ৭/৮ জন লোক অবৈধভাবে ভারতে যায়। রাত দেড়টার দিকে তারা বিএসএসএফের সামনে পড়ে। সেসময় বিএসএফ তাদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। তখন তারা পালিয়ে আবারো বাংলাদেশের ভিতরে চলে আসে।

কিন্তু ওবাইদুর রহমানসহ দু’জন আসতে পারে না। ওবাইদুর রহমানকে বিএসএফ ধরে ফেলে। বিএসএফ তাকে বস্তায় জড়িয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে গুলি করে হত্যা করে।

সকালে ভারতের অভ্যান্তরে মধুপুর নামক স্থানে একজনের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসি। ওই মৃতদেহটি ওবাইদুর রহমানের হতে পারে বলে সুত্র জানিয়েছে। মৃতদেহটি ভারতের বাগদা থানার পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। আরেকজনের খবর এখনো পাওয়া যায়নি। তবে এ বিষয়ে বিজিবির পক্ষ থেকে কিছুই জানানো হয়নি।

মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইয়াসমিন মনিরা জানান, ভারতের অভ্যন্তরে একজনের লাশ পড়ে আছে বলে আমি বিজিবির মাধ্যমে জানতে পেরেছি।

মহেশপুর সীমান্তে আটক ২ বাংলাদেশীকে ফেরত দিল বিএসএফ

ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় আটক দুই বাংলাদেশীকে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

গতকাল মঙ্গলবার (১১মার্চ) বিকালে ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার বাঘাডাংগা বিওপি, সুন্দরপুর কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁদের ফেরত দেওয়া হয়।

এরা হলেন, নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ভুইগড় উত্তর পূর্ব পাড়া গ্রামের মৃত শ্রীদাম বিশ্বাসের ছেলে শ্রী শ্যামল কুমার ৯(৬৬) ও একই উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের হরিদয়াল সরকারের ছেলে শ্রী রতন সরকার (৫৮)।

গতকাল মঙ্গলবার রাত ১২ টায় বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, হস্তান্তরের সময় বিএসএফ সদস্যরা জানিয়েছেন অবৈধভাবে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় দুইজনকে আটক করা হয়। পরে তাদের বাংলাদেশে ফেরত দেওয়ার জন্য বিজিবিকে আহব্বান জানায় বিএসএফ।

জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই বাছাই করে বিএসএফের কাছ থেকে তাঁদের গ্রহণ করে বিজিবি।

পরে মঙ্গলবার রাতেই ২ জনকে মহেশপুর থানায় পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকে বিজিবির পক্ষে নেতৃত্ব দেন বাঘাডাংগা কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আসাদুজ্জামান বিশ্বাস।

দর্শনা সীমান্তে বিএসএফের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকের লাশ হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় জয়নগর সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে অজাত মন্ডল নামের ভারতীয় এক নাগরিকের লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (০৩ ডিসেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার জয়নগর সীমান্তের ভারত-বাংলাদেশ শূন্য রেখায় ৭৬ নং মেইন পিলারের অদূরে এ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

নিহত অজাত মন্ডল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার চাপড়া থানার পদ্মমালা গ্রামের মৃত ইমান মন্ডলের ছেলে। তার পাসপোর্ট নম্বর R5890230।

জানাগেছে, অজাত মন্ডল তার স্ত্রী আবেদা মন্ডলকে নিয়ে গত ১৯ নভেম্বর বাংলাদেশের দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট হয়ে বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে আসেন। পরে গত ২৯ নভেম্বর রাত পৌনে ২ টার দিকে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর দু’দেশের প্রসেসিং করে আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে দর্শনার জয়নগর সীমান্তে বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-বিএসএফ ও ইমিগ্রেশন

পুলিশ, থানা পুলিশ এবং কাস্টমস কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে নিহত অজাত মন্ডলের পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়।

দামুড়হুদা সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশী আহত

দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর সীমান্তের বিপরীতে ভারতীয় অংশে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে আজমুল হোসেন (৩০) নামে এক বাংলাদেশী আহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ জুলাই) ভোর ৪ টার দিকে উপজেলার ঠাকুরপুর সীমান্তের বিপরীতে ভারতীয় অংশে এ ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় বিএসএফ তাকে উদ্ধার করে ভারতের শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেছে। বর্তমানে আজমুল হোসেন ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আহত আজমুল হোসেন দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর গ্রামের আব্বাস আলীর ছেলে।

গ্রামবাসী জানায়, আজমুল হোসেনসহ ৬-৭ জন বাংলাদেশী বৃহস্পতিবার ভোর ৪ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের চেস্টা করছিলো। এ সময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (৮২-বিএসএফের) মালুয়াপাড়া ক্যাম্পের সদস্যরা তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। বিএসএফের ছোড়া গুলি আজমুল হোসেনের পায়ে লেগে তিনি গুরুতর আহত হন এবং তার অন্য সহযোগীরা পালিয়ে যান। পরে বিএসএফের সদস্যরা আহত অবস্থায় আজমুল হোসেনকে উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে আজমুল হোসেন ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বিজিবির চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়নের অধিননায়ক লে. কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে আজমুল হোসেন নামে এক যুবকের আহত হওয়ার ঘটনা নিশ্চিত করেছেন।

৪ বছর জেল খেটেও দেশে ফেরা হলোনা দীপকের

অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করায় দীর্ঘ ৪ বছর জেল খেটে আপন ঠিকানায় ফিরতে পারলো না ভারতীয় নাগরিক দীপক কুমার ঠাকুর।বিএসএফ আইনের জটিলতা দেখিয়ে দীপকে দেশে ফিরিয়ে নিতে অপারগতা প্রকাশ করায় তাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

বিজিবি সুত্রে জানাগেছে বিহার রাজ্যের সমস্তিপুর জেলার ওয়ারিশ নগর থানার মনিহার গ্রামের শ্রী রাম নরেশ ঠাকুরের ছেলে দীপক কুমার ঠাকুর (৩৫)নামের ২০১৯ সালের অবৈধভাবে বাংলাদেশে আসায় পিরোজপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অনুপ্রবেশর দায়ে ৪ বছর জেল হয় দীপকের।

গতকাল বৃহস্পতিবার ১২ টার দিকে দর্শনা জয়নগর চেকপোষ্ট দিয়ে দীপককে পাঠানোর জন্য বিএসএফকে পত্র দেয় বিজিবি।পতাকা বৈঠক বসে জয়নগর চেকপোষ্ট শুন্য রেখায়। এ সময় বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয় দীপকের কোন অভিভাবক না আসায় তাকে ফেরত নেওয়া সম্বব হচ্ছে না।পরবর্তীতে দীপকের অভিভাবকের সন্ধান পাওয়া গেলে তাকে ফেরত নেওয়া হবে।দীর্ঘ ৪ বছর জেল খেটে আপন ঠিকানায় পিরতে না পেরে আবারো দীপককে ফিরে আসতে হলো বাংলাদেশের কারাগারে।বিজিবি দীপককে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।পুলিশ তাকে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে পাঠায়।

এ সময় বিজিবির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা চেকপোষ্ট আই সিপির ইনচার্জ আব্দুল জলিল,দর্শনা থানার এস আই সোহেল রানা,দর্শনা ইমিগ্রেশনের এস আই মোর্শদ,এস আই আবু হানিফ,এ এস আই আব্দুল মমিন,বি এসএফের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন,গেদে বিএসএফের কোম্পানী কমান্ডার বিধাস চন্দ্র।

দর্শনা সীমান্তে বিজিবির মহা পরিচালক সাথে বিএসএফের সৌজন্য বৈঠক ও মতবিনিময়

দর্শনা সীমান্ত বিজিবি-বিএসএফের সৌজন্য পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠক শেষে বিজিবি কর্মকর্তার সাথে মতবিনিময় করেছে (বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড) বিজিবির মহা পরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হোসাইন।

গতকাল রোববার ১৭ সেষ্টম্বর দুপুরে দর্শনা আইসিপি সীমান্তে পতাকা বৈঠক ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এই মত বিনিময়ে অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেঃ কর্নেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান জানান, গতকাল রোববার দুপুর ২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্ত চেকপোস্ট পরিদর্শন এসে পৌঁছান (বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড) বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হোসাইন। এ সময় চেকপোস্ট বিজিবি সম্মেলন কেন্দ্রে বিজিবির অভ্যর্থনা ও সালাম গ্রহন করেন। চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তের ৭৬ পিলারের বিপরিতে ভারতীয় অংশে বিজিবি-বিএসএফের সাথে সৌজন্য বৈঠক শুভেচ্ছা ও মত বিনিময় করেন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় বিএসএফের কলকাতা বিএসএফের ভারপ্রাপ্ত আইজি ডিআইজি অমরেশ কুমার আরিয়া, সীমানগর ৩২ ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট সুজিত কুমার সহ বিএসএফের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা।

বিজিবির পক্ষে আরো উপস্থিত ছিলেন (বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড) বিজিবির পরিচালক প্রশাসন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খাইরুল কবির, যশোর বিজিবির রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম আহমেদ, কুষ্টিয়া বিজিবি সেক্টর কমান্ডার কর্নেল এমারত হোসেন, চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেঃ কর্নেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, মহেষপুর -৫৮ ব্যাটালিয়ন বিজিবি ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর রাকিবুল ইসলাম , কুষ্টিয়া সেক্টরের জিটু মেজর মেহেদী হাসান, মেজর সেলিম, কুষ্টিয়া ৪৭ ব্যাটালিয়ন উপ-অধিনায়ক মেজর রফিকুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়নের সরকারি পরিচালক হায়দার আলী, মহেশপুর ৫৮ ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক সাইফুল প্রমুখ।

বৈঠকে দু দেশের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। উভয় বাহিনীর মধ্যে মিষ্টি ও উপহার বিনিময় করা হয়। বৈঠক শেষে বিজিবি কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় শেষে বিকাল সাড়ে ৩ টায় দর্শনা ত্যাগ করেন।

দামুড়হুদা সীমান্তে আটক ভারতীয় বৃদ্ধা নাগরিককে বিএসএফ এর নিকট হস্তান্তর

দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সিপুর সীমান্ত এলাকা থেকে আটকের চাঁর দিনপর ভারতীয় অসুস্থ বৃদ্ধা নাগরিক মন্ডল জমিলা বেওয়া (৭৮)কে বিএসএফের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার সন্ধায় বিজিবি-বিএসএফ কোম্পানী কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিককে বিএসএফ এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। আটককৃত বৃদ্ধা ভারতের নদীয়া জেলার ধুবুলিয়া থানার পাথরাদহ গ্রামের মৃত ফজলু’র স্ত্রী।

চুয়াডাঙ্গা-৬ব্যাটালিয়ন (বিজিবির) পরিচালক শাহ মোঃ ইশতিয়াক, পিএসসি জানান,গত তিন মাস আগে মন্ডল জমিলা বেওয়া বাংলাদেশী বসবাসকারী মেহেরপুরের কাসীয়ারী পাড়া গ্রামে তার আত্মীয়র বাড়ীতে বেড়াতে আসে। গত রবিবার (২২ জানুয়ারি) তিনি দামুড়হুদার মুন্সীপুর বিওপির ৯৩ মেইন পিলারের নিকট দিয়ে অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশ করারর চেষ্টা করলে ৮২ বিএসএফ এর মহাখোলা ক্যাম্পের কর্তব্যরত সদস্যগণ তাকে ভারতে প্রবেশে বাধা প্রদান করে।

বিজিবির টহলদল বেলা তিনটার দিকে মুন্সিপুর এমপি ঘাট নামক স্থান থেকে তাকে আটক করে। বৃদ্ধা বার্ধক্যজনিত রোগী হওয়ায় ২৩ জানুয়ারি মুন্সীপুর বিওপির এবং মহাখোলা ক্যাম্পের ৮২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের ক্যাম্পের সীমান্তের ৯৩/৩-আর এর নিকট শুন্য লাইনে বিজিবি-বিএসএফ কোম্পানী কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে আটককৃত বৃদ্ধা মহিলাকে ভারতে ফেরত বিষয় উপস্থাপন করা হয়।

পরবর্তীতে ২৫ জানুয়ারি সন্ধায় মুন্সিপুর সীমান্তের ৯৩/৩-আর এর নিকট বিজিবি-বিএসএফ কোম্পানী কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিককে বিএসএফ এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

দু’দেশের নো ম্যান্স ল্যাল্ডে মৃত মায়ের মুখ দেখলেন মেয়ে

মায়ের বাড়ি ভারতে হলেও মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশে। বিয়ের পর কয়েক বার দেখা হয়েছে মা ও মেয়ের মধ্যে। সেই কবে থেকে মায়ের মুখটা দেখার জন্য, তার মুখের কথা শোনার জন্য, একটু হাতের পরশ পাওয়ার জন্য বারবার মনটা কাঁদতো মেয়ে আমিরা খাতুনের। কিন্তু দেখা হয়নি দীর্ঘদিন। কাটা তারের বেড়া যেনো তাদের সেই ভালবাসায় বাঁধা হয়েছিল। কিন্তু সেই বাঁধা দুর হলো মায়ের মৃত্যুর পর।

মৃত মায়ের মুখটা এক নজর দেখার আবেদন করেছিলেন মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের উজ্জল শেখের স্ত্রী মোছাঃ আমিরা খাতুন (৪০)।

তার এই মানবিক আবেদনে সাড়া দেন উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী। ভারতীয় ভূখন্ডে মুত্যুবরণকারী মা ওয়াছন বিবি (৯০) এর লাশ শেষ দর্শনের জন্য মানবিক উদ্যোগ নেয় বিজিবি-বিএসএফ।

শনিবার (১৯ নভেম্বর) বিকালে ৬ ব্যাটালিয়নের অধিনস্থ মুজিবনগরের আনন্দবাস বিওপির সীমান্তের মেইন পিলার ১০১ এর নিকট ভারতের অভ্যন্তরে তার মা ভারতীয় নাগরিক ওয়াছন বিবি (৯০) এর মরদেহ দেখার সুযোগ করে দেন। এসময় মৃতের নিকট আত্মীয় স্বজনরাও উপস্থিতি ছিলেন।

আজ রবিবার (২০ নভেম্বর) বিকালে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) অধিনায়ক শাহ মোঃ ইশতিয়াক, পিএসসি প্রেসনোটের মাধ্যমে এতথ্য নিশ্চিত করেন।

বিজিবির পাঠানো প্রেস নোটে জানা গেছে, ভারতের নদীয় জেলার চাপড়া থানার ভাতগাছি গ্রামের ওয়াছন বিবি (৯০) বার্ধক্যজনিত কারণে মারা

যায়। ভারতীয় ভূখন্ডে মুত্যুবরণকারী মাকে শেষ দেখার অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিজিবি-বিএসএফ এর সমন্বয়ে মানবিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

তিনি বলেন, উভয় দেশের সীমান্তে শান্তি, সস্প্রীতি এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সু-সম্পর্ক উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিজিবি-বিএসএফ এর মানবিক কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে উভয় দেশের সীমান্তে বসবাসরত সীমান্তবর্তী জনগণের মধ্যে সুম্পর্ক উন্নয়ন সাধিত হবে এবং ভবিষ্যতে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।
এছাড়াও উভয় সীমান্তে ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্ত অপরাধ হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়।

দর্শনা সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত মুনতাজের লাশ ৬ দিন পর হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা ছোট বলদিয়া সীমান্তে বিএসএফ’র গুলিতে নিহত মুনতাজ আলীর লাশ ফেরত দিয়েছে বিএসএফ।

গতকাল শুক্রবার কামারপাড়া সীমান্তে দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক শেষে নিহতর লাশ তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

জানাগেছে, গত ৯ অক্টোবর শনিবার সন্ধার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার সীমান্তবর্তী পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছোট বলদিয়া গ্রামের মুনতাজ হোসেন কয়েকজনকে সাথে নিয়ে সীমান্ত দিয়ে অবৈধ্যপন্থায় ভারতে প্রবেশ করে।
ওই দিন রাত ১১টার দিকে তারা ভারত থেকে মহিষ চুরি করে ফেরার পথে সীমান্তের নিকট পৌছালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষি বাহিনী বিএসএফ চোরাকারবারীদের লক্ষ করে গুলি ছোড়ে।

এসময় চোরাকারবারীরা সকলে পালিয়ে রক্ষাপেলেও বিএসএফ গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মুনতাজ আলী (৩৫) সহ একটি মহিষের মৃত্যু হয়।

পরে বিএসএফ সদস্যরা গুলিবৃদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণকারী মুনতাজ আলীর মরদেহ নিয়ে চলে যান। নিহত মুনতাজ আলী চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছোট বলদিয়া গ্রামের স্কুলপাড়ার মৃত নজরুল ইসলাম নজুর ছেলে।

ঘটনার ৬ দিনের মাথায় গতকাল শুক্রবার সন্ধার দিকে উপজেলার দর্শনা সীমান্তের কামারপাড়া গ্রাম ও ভারতের কৃষ্ণগঞ্জ থানাধীন বিজয় চন্দ্রপুর গ্রাম সংলগ্ন ভারতীয় মেইন পিলার নং-৮১ এর নিকট দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে নিহত মুনতাজের মরদেহ হস্তান্তর করে বি,এস,এফ।

পরে দর্শনা থানা পুলিশ নিহতর লাশ গ্রহণ শেষে ঘটনাস্থলেই তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি সহকারী পরিচালক ইমরান হোসেন, দর্শনা থানার ইন্সপেক্টর নিখীল চন্দ্র রায়, এস,আই স্বপন কুমার সাহা এবং ভারতের পক্ষে (কৃষ্ণগঞ্জ সার্কেল) ডিএসপি সুভাষ চন্দ্র রায়।